কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 22 SEP 2016 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাবলিক ভার্সিটিতে শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা

পুলিশ ও গোয়েন্দা ভেরিফিকেশনও হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে ফল কিংবা মৌখিক পরীক্ষাই যথেষ্ট নয়, এখন থেকে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে পুলিশ ও গোয়েন্দা ভেরিফিকেশনও সম্পন্ন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাওয়া গোপন গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) এসব নির্দেশনা দিয়েছে। অনিয়ম ও সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত 'অপরাধীদের' নিয়োগ ঠেকাতে এই আদেশ জারি করা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদী তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়টিও আলোচিত হচ্ছে।

ইউজিসি সচিবকে পাঠানো নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ইদানীং বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগে নানা জটিলতা দেখা যাচ্ছে। এ অনভিপ্রেত অবস্থার সমাধানকল্পে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাওয়া গোয়েন্দা বিভাগের গোপন প্রতিবেদনে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে দুটি সুপারিশ করা হয়েছে।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

পাবলিক ভার্সিটিতে শিক্ষক নিয়োগে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

এতে বলা হয়, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে শুধু মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়, এতে অনিয়মের সুযোগ থাকে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে মৌখিকের পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলে প্রার্থীর মেধা যাচাই করা সহজ হবে এবং অনিয়মের সুযোগ কমবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগের আগে কোনো পুলিশ ভেরিফিকেশন বা গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ব্যক্তিগত তথ্যাদি যাচাই হয় না। ফলে সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তি বা অপরাধীরা নিয়োগের সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের আগে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করতে হবে।

দেশে বর্তমানে ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৭টিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শিগগির শুরু হবে। স্বায়ত্তশাসিত এসব প্রতিষ্ঠানের দেখভালের দায়িত্ব ইউজিসির। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত হলেও সরকার ইউজিসির মাধ্যমে আর্থিক মঞ্জুরি দিয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করে না। এইচএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সুপারিশ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তা আমলে নেয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) মো. হেলাল উদ্দিন জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখাশোনা করে ইউজিসি। তাই তাদের মাধ্যমে এটা বাস্তবায়নের আদেশ জারি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই নির্দেশনা মানবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।